দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ....19 JUL 2016...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ....২......

দৈনিক
জনকণ্ঠ

১ জুলাই রমজানে গুলশানের জান বেকারি এবং ৭ জুলাই ঈদের দিন কিশোরগ শোলাকিয়ার সন্নিকটে প্রাণঘাতী ও আত্মঘাতী জঙ্গী . মলা এ যাবত সংঘটিত দেশীয় সন্ত্রাসে যোগ করেছে আন্তর্জাতিক মাত্রা। দেশে ইতোপূর্বে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে বিভিন্নমুখী সন্ত্রাসী তৎপরতাসহ হত্যাকান্ড সংঘটিত হলেও সাল-তারিখের হিসাবে ১৯৯০-এর দশকের মধ্যভাগে আহলে হাদিসের সঙ্গে জড়িত জঙ্গীগোষ্ঠী জেএমবির মাধ্যমে ধর্মীয় সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটতে শুরু করে। ২০০০ সাল থেকে বেশ কয়েকটি বোমা হামলার দায় স্বীকার করে সংগঠনটি। ২০০৫ সালে দেশব্যাপী অর্থাৎ ৬৩টি জেলায় একযোগে সিরিজ বোমা হামলার দায়ও স্বীকার করেছে জেএমবি। এরা দেশের হিন্দু সম্প্রদায়, শিয়া মতাবলম্বী, একাডেমিশিয়ান, ব্লগার, লেখকসহ ধর্মনিরপেক্ষ ব্যক্তিদের টার্গেট করে হত্যা শুরু করে। জেএমবির কার্যক্রমের সঙ্গে একাত্তরের জামায়াত-শিবির-আলবদর-আলশামস-রাজাকার বাহিনীর সন্ত্রাসী কার্যক্রমের মিল রয়েছে। এর বাইরেও গত কয়েক বছরে হরকত-উল-জিহাদ, আনসারুল্লাহ বাংলা টিম, হিযবুত তাহ্‌রীর, দৌলাতুল ইসলাম ইত্যাদি নামে-বেনামে আরও নানা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী সংগঠন, অধিকাংশই নিষিদ্ধ, গজিয়ে উঠেছে দেশে। প্রশ্ন হলো কেন এমন হচ্ছে ও হলো?

এতদিন পর্যন্ত ধারণা করা হতো যে, প্রধানত মাদ্রাসার ছাত্র এবং অপেক্ষাকৃত দরিদ্র ও নিম্নবিত্তভুক্ত তরুণরাই ঝুঁকে পড়ে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি ও জঙ্গী কার্যক্রমে। তবে গুলশান ও শোলাকিয়ার মর্মান্তিক ঘটনা প্রচলিত এ ধারণা ভুল প্রমাণ করেছে। সেখানে ধৃত ও মৃত জঙ্গীদের অধিকাংশই দেখা যায় রাজধানীর নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজসহ ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্র। অনেকে এমনকি লেখাপড়া করেছে বিদেশে। এরা সবাই অপেক্ষাকৃত ধনী ও সচ্ছল মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তথাকথিত আধুনিক ও স্মার্ট জীবনযাপনে অভ্যস্ত। সর্বাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ। অর্থাৎ এদের দৃশ্যমান বাহ্যিক জীবনধারা আবহমানকাল ধরে প্রচলিত ধর্মীয় অনুসারীদের মতো নয়। তাহলে তারা ধর্মীয় জঙ্গীবাদ, উগ্রপন্থাসহ ঠান্ডা মাথায় মানুষ হত্যার মতো ঘৃণ্য অপরাধে জড়িয়ে পড়ল কেন? এদের শিক্ষা ও মগজ ধোলাইয়ের ক্ষেত্রটা ঠিক কোথায়? দীর্ঘদিন থেকে প্রচলিত ও অনুসৃত শিক্ষাব্যবস্থায়, নাকি অন্য কোথাও, অন্য কোন ক্ষেত্রে!

মাত্র কয়েক দশক আগে নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের মেধাবী ছাত্ররা অতিবাম মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী অনুপ্রেরণায় দলে দলে ঝুঁকে পড়েছিল নক্সালবাড়ি আন্দোলনে। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, রামমোহনের ভাস্কর্য ভেঙ্গে, জোতদার-পুলিশ হত্যা করে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রে পরিবর্তন তথা বিপ্লব আনতে চেয়েছিল তারা। একশ্রেণীর মধ্যবিত্তের নৈতিক সমর্থনও ছিল এর পেছনে। তার পরও বাস্তব সত্য হলো, তাদের এই হটকারী চেষ্টা ব্যর্থ হয় চূড়ান্তভাবে। বিশ্বব্যাপী ধনিক শ্রেণী নিপাত যায়নি, শ্রমিক শ্রেণীও মুক্তি পায়নি। দেশে দেশে বামপন্থী আন্দোলনই এখন পর্যুদস্ত ও বিভ্রান্ত।

মার্ক্সবাদ থেকে মওদুদীবাদ। অতিবাম থেকে অতি ডান। হবে, তখনই সে বন্ধ করবে হানাহানি, রক্তপাত। ভুলে যাবে হিংসা ও বিদ্বেষ। অন্ধকারকে দূরে ঠেলে দিতে ক্রমাগত আলো দিয়ে আলো জ্বালতে সচেষ্ট হবে সর্বদাই। এটাই তো প্রকৃত মানবধর্ম।

রবীন্দ্রনাথ দেশের প্রচলিত স্কুল-কলেজের শিক্ষা ও শিক্ষাপদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। সেদিন নিতান্তই ঘরোয়া এক আড্ডায় নিছক আলাপচারিতায় কথাটা বলে রীতিমতো বিপদে পড়লাম। সত্যি বলতে কী, কথাটা অনেকে আমলেই নিলেন না। কেউ কেউ হা-হা করে উঠলেন। তাদের বক্তব্য ও মনোভাব বুঝতে অবশ্য কষ্ট করতে হয় না তেমন। বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাপদ্ধতিতে যেহেতু প্রায় মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থাতেই অনাগত সন্তানকে রবীন্দ্রনাথের শিশুতোষ ও মাতৃবিষয়ক ছড়া দিয়ে শুরু এবং অনতিপরেই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে সর্বোচ্চ শিক্ষা পর্যায়ে এবং এমনকি যৎকিঞ্চিত সংস্কৃতিবান ও রুচিশীল হলে মৃত্যুতেও রবীন্দ্র-কবিতা ও গান দিয়ে শেষ বিদায় জানানো হয়, সেখানে এমন কথা বলা ও ভাবা বাতুলতা বৈকি। এটা তো সত্য যে, সম্ভবত বিশ্বখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ও কবি শেক্সপীয়রের পরেই রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে সর্বাধিক পঠন-পাঠন চর্চা ও গবেষণা, বই-পুস্তক প্রকাশনা, নাটক মঞ্চায়ন, চলচ্চিত্র নির্মাণ, সঙ্গীতানুষ্ঠান, তদুপরি এমফিল, পিএইচডি, ডি-ফিল ইত্যাদি দেয়া হচ্ছে। এমনকি চীনা ভাষাসহ বিশ্বের বিভিন্ন

তাপস মজুমদার

ভাষায় অনুবাদও হচ্ছে প্রতিনিয়ত। তবে বাস্তবে এই রবীন্দ্রনাথই ছিলেন বিদ্যায়তনিক আবহ ও শিক্ষার বাইরে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বড় ঘরের ছোট ছেলে। তার শিশুকাল কেটেছিল সদর-অন্দর সীমানার বাইরে। চাকর মহলে দ্বিতলের এক গৃহকোণে ভৃত্যশাসনের গন্ডীরেখায়। বহু সন্তানবতী কুলপালিকা মাতার স্নেহ দৃষ্টি মোটেও সুলভ ছিল না। হুকুম ছিল ছোট ছেলেদের বাড়ির সদর দরজা না ডিঙ্গানোর। প্রথম পাঠ আরম্ভ হয়েছিল চন্ডীমন্ডপে বাড়ির পাঠশালায়। বছর দুয়েকের বড় অগ্রজ সোমেন্দ্রনাথ ও ভাগিনেয় সত্যপ্রসাদের দেখাদেখি রবীন্দ্রনাথ জেদ করে নিতান্ত কচি বয়সে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন বটে, তবে অচিরেই তা তার অরুচিকর ঠেকেছিল। সুতরাং তার বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ পর্যন্ত এগোতে পারেনি। ঘরের খাঁচা শিশুর মনকে বেঁধে রাখতে পারত না, তবে ইস্কুলের খাঁচা মনকে যেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখত। কোন কোন শিক্ষকের নিষ্ঠুর বচন এবং কতিপয় সহপাঠীর নিকৃষ্ট সাহচর্য গৃহকোণ পালিত সুদর্শন বালকের শুচি রুচি ও কোমল মন পিষ্ট-ক্লিষ্ট করত প্রতিনিয়ত। এমতাবস্থায় যে দু'তিনজন শিক্ষকের সহৃদয়তা ও সহানুভূতির কথা রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন, তাদের অন্যতম অধ্যাপক ফাদার ডি পেনেরান্ডার, বৃদ্ধ খাজাঞ্চি কৈলাস মুখুজ্জ্যে, গৃহশিক্ষক পন্ডিত রামসর্বস্ব ভট্টাচার্য এবং

মার্ক্সবাদ থেকে মওদুদীবাদ। অতিবাম থেকে অতি ডান। বহুকথিত অর্থে ধর্মহীনতা থেকে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি! মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে কেন এই পরিবর্তন? তারুণ্যের কেন এই বিপথগামী ও বিভ্রান্ত উত্থান? দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এর ফলাফল, কারণ অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, মনোবিশ্লেষক ও তাত্ত্বিকদের। বিশ্বের সর্বত্রই তারুণ্য এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও বৈচিত্র্যবিলাসী। তাই বলে সন্ত্রাসী তৎপরতা, বোমাবাজি, ছুরি, চাপাতি, গুলি সর্বোপরি মানুষ হত্যা কোন ইজম অথবা ধর্মের নামে? এটা কি আদৌ কোন ধর্ম অথবা আদর্শ সমর্থন দেয়? কিংবা করে? তাহলে কেন এই হানাহানি, উন্মত্ততা, রক্তের হোলিখেলা, ভয়াবহ নির্মম নৃশংসতা? প্রকৃত অর্থে গলদটা কোথায়? ধর্মে নাকি শিক্ষায়?

বহুকথিত অর্থে ধর্মহীনতা থেকে ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি! মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে কেন এই পরিবর্তন? তারুণ্যের কেন এই বিপথগামী ও বিভ্রান্ত উত্থান? দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে এর ফলাফল, কারণ অনুসন্ধান ও বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে সমাজবিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, মনোবিশ্লেষক ও তাত্ত্বিকদের। বিশ্বের সর্বত্রই তারুণ্য এ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় ও বৈচিত্র্যবিলাসী। তাই বলে সন্ত্রাসী তৎপরতা, বোমাবাজি, ছুরি, চাপাতি, গুলি সর্বোপরি মানুষ হত্যা কোন ইজম অথবা ধর্মের নামে? এটা কী আদৌ কোন ধর্ম অথবা আদর্শ সমর্থন দেয়? কিংবা করে? তাহলে কেন এই হানাহানি, উন্মত্ততা, রক্তের হোলিখেলা, ভয়াবহ নির্মম নৃশংসতা? প্রকৃত অর্থে গলদটা কোথায়? ধর্মে নাকি শিক্ষায়? আমরা তো কোনটাই ধারণ করতে পারছি না! না শিক্ষা, না ধর্ম? আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ হবে রুচিশীল, স্মার্ট, পরিশীলিত, মার্জিত, অসাম্প্রদায়িক, সংস্কারমুক্ত, ধর্মনিরপেক্ষ, বিজ্ঞানমনস্ক, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর, সর্বজনীন সর্বোপরি বৈশ্বিক নাগরিক। তা না হয়ে আমরা যেন ক্রমশ হয়ে উঠছি অসংস্কৃত, অমার্জিত, অশিক্ষিত, সাম্প্রদায়িক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কুৎসিত, ঘৃণ্য, অপরিশীলিত, জিঘাংসাপ্রবণ, পশুপ্রবৃত্তিসুলভ এমনকি রক্তপিপাসু! সেক্ষেত্রে শিক্ষা ও ধর্মের গলদটা ঠিক কোথায়, তা খুঁজে বের করতে হবে জ্ঞানী-গুণী ও বিদগ্ধজনকে। তা না হলে উটের গ্রীবার মতো অদ্ভুত আঁধার এক নেমে আসবে, আসছে অচিরেই আমাদের দৈনন্দিন জীবন ও সমাজযাপনে।

॥ দুই ॥

বর্তমান এই বৈশ্বিক সঙ্কট ও প্রেক্ষাপটে অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক মনে হয় রবীন্দ্রনাথকে। আজীবন-আমৃত্যু তিনি ভাবিত ছিলেন শিক্ষা ও সভ্যতার জন্য ঘনিয়ে আসা সঙ্কট মোচনে। নিজের জীবন ও লব্ধ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন। স্বীয় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দেয়ার চেষ্টা করেছেন শিক্ষা ও চরিত্রগঠন বিষয়ক একাধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধে। শিক্ষার সঙ্গে গড়ে তুলতে চেয়েছেন জীবনের সংযোগ সেতুবন্ধন। সেই প্রকৃত শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ যা মানুষকে যথার্থ অর্থে গড়ে তুলবে মানুষ হি যার মানুষ যখন তা

সুরগুরু শ্রীকণ্ঠ সিংহ ও কিশোরী চাটুজ্জ্যে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও কর্মে পিতার পরেই যে ক'জন ব্যক্তির প্রভাব সবচেয়ে ব্যাপক হয়েছিল, তারা তাদের অন্যতম। তাদের প্রশান্ত পুণ্য ছবি জীবনস্মৃতিতে স্বল্পরেখায় সমুজ্জ্বল।

আরও একটা কথা অবশ্য স্মরণীয়। পিতা দেবেন্দ্রনাথ তার সংসারে বিলাসিতা দূরে থাক, কোনরকম অপ্রয়োজনীয় ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্রয় দেননি কোনদিন। আর তাই কলকাতার জাঁক্যলো অভিজাত ঘরের ছেলে হয়েও রবীন্দ্রনাথ অল্পবিত্ত সাধারণ গৃহস্থের ছেলের মতো অনাড়ম্বর স্বাচ্ছন্দ্যে মানুষ হয়েছিলেন। জীবনস্মৃতিতে তিনি লিখেছেন, 'আহারে আমাদের শৌখিনতার গন্ধও ছিল না। কাপড়চোপড় এতই যৎসামান্য ছিল যে এখানকার ছেলেদের চক্ষে তাহার তালিকা ধরিলে সম্মানহানির আশঙ্কা থাকে। বছর দশের কোঠা পার হইবার পূর্বে কোনদিন কোন কারণেই মোজা পরি নাই। শীতের দিনে একটা সাদা জামার উপরে আর একটা সাদা জামাই যথেষ্ট ছিল।'

মোটকথা, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন গৃহশিক্ষিত ও আত্মশিক্ষিত। বাল্যে তার পাঠশিক্ষা হয়েছিল গৃহশিক্ষকের কাছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার ধাতে সয়নি। ইস্কুলের সঙ্কীর্ণ রুদ্ধকক্ষ ও ঘণ্টাবন্দী রুটিন বালক রবীন্দ্রনাথের অসহ্য ঠেকেছিল। প্রথমে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, তারপর নর্মাল স্কুল, এরপর বেঙ্গল একাডেমি এবং সবশেষে সেন্ট জেভিয়ার্স-কোথাও তিনি টিকতে পারেননি। অতঃপর পাঠানো হয়েছিল বিলাতে। বড় আশা ছিল রবীন্দ্রনাথ ব্যারিস্টার হয়ে ফিরবেন। সেখানে কেটে গেল দেড় বছর। আশার গুড়ে বালি। মাস কতক পড়া হলো লন্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। মাস কতক গৃহশিক্ষকের কাছে ল্যাটিন শেখার চেষ্টা। উদ্দেশ্য সফল হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। যেটুকু বিদ্যা রবীন্দ্রনাথ অধিগত করেছিলেন, তা খুব উল্লেখযোগ্য নয়। পরে স্বেচ্ছায় ফরাসী ও জার্মান ভাষা শিখতে যত্নবান হয়েছিলেন। তাও ব্যর্থ হয়। তবে নিজের চেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ বহুশ্রুত হয়েছিলেন। গৃহশিক্ষকের কাছে যখন নিয়মিত নিচ্ছেন, তখন পাঠ্য বিষয় ও পাঠ্য পুস্তকের পাঠ্য-অপাঠ্যে তার মন নিমগ্ন হয়েছিল